পদ্য

অঙ্গুরী সংবাদ

কৃত্তিবাস ওঝা

কিছুদূর হইতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ ।
মনে মনে ভাবিতেছে পবন-নন্দন ।।
হেন মহাদেহে যদি প্রবেশি এ লঙ্কা ।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা ।।
অতএব ক্ষুদ্র-মূর্তি হয়ে প্রবেশিব ।
উচিত সময়ে নিজ কার্য সমাধিব ।।
এত ভাবি আপন সহজ মূর্তি ধরি ।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলেক সুবেল উপরি ।।
আর এক হলো বড় সে সময় রঙ্গ ।
সীতা আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ ।।
নিশাকর সুপ্রকাশ গগন-মণ্ডলে ।
ভালমতে হনুমান লঙ্কাতে নেহালে ।।
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে ।
রাজার মন্দির সে সুন্দর-সাজে সাজে ।।
হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ কায়া ধরে ।
নেউল প্রমাণ হয়ে ফিরে ঘরে ঘরে ।।
রাবণের ঘরে প্রবেশিল হনুমান ।
রত্নময় গৃহ অতি বিচিত্র নির্মাণ ।।

চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ ।
আকাশেতে চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ ।।
একে একে সকলে করিলা নিরীক্ষণ ।
সীতা লক্ষণ যুক্ত নাহি একজন ।।
সেখানে তাঁহার নাহি পাইয়া দর্শন ।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে পবন-নন্দন ।।
কাঁদিতে কাঁদিতে বীর করে নিরীক্ষণ ।
নানাবর্ণ-পুষ্প-যুক্ত অশোক-কানন ।।
মুছিয়া নেত্রের জল হইল সুস্থির ।
প্রবেশিল অশোক-কাননে মহাবীর ।।
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর ।
লম্ফ দিয়া উঠিলেক তাহার উপর ।।
তাহার উপরে উঠি হনু মহাবলে ।
দেখিল, রহেন সীতা সেই বৃক্ষতলে ।।
ত্রিজটা রাক্ষসী তথা সহ চেড়ীগণ ।
চেড়ীগণ মধ্যে সীতা করেন রোদন ।।
বৃক্ষ-শাখে হনুমান, সীতা ভূমিতলে ।
কি বলিয়া সম্ভাষিব, মনে যুক্তি তুলে ।।
সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি ।
আপনা আপনি কহে শ্রীরাম কাহিনী ।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ।
শ্রীরামের কথা কহে পবন নন্দন ।।
দেখিতে দেখিতে এল বীর হনুমান ।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বীর করিল প্রণাম ।।
বানর দেখি সীতার বিস্মিত হল মন ।
চিনিছে না পারি বাছা তুমি কোন জন ।।

হনু বলে আমি কপি, নহি অন্য জন ।
নাম মোর হনুমান পবন নন্দন ।।
নিজ গুণ কৃপা করি ভৃত্য কৈলা রাম ।।
আমি তাঁর ভৃত্য, হনুমান মোর নাম ।।
নিশাচর নহি আমি, মাথায় দাও মা পা ।
আমি তোমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমার মা ।।
সীতা বলে, কি বলিলে রামের ভৃত্য তুমি ।
কেমনে কহিব কথা, প্রত্যয় না যাই আমি ।।
তুমি যদি রামের সেবক হনুমান ।
তাঁর পরিচয় দাও মোর বিদ্যমান ।।
হনুমান বলে, কিবা কব ঠাকুরাণী ।
ভরসা তোমার মাগো চরণ দুখানি ।।
একটি নিশান আছে জনক-ঝিয়ারী ।
হাত পাতি লহ মাতা রামের অঙ্গুরী ।।
অঙ্গুরীর নাম শুনি জানকী তৎপর ।
নিদর্শন দিল হাতে পবন-কোঙর ।।

জেনে রাখো

নিরীক্ষণ	—	মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা
লঙ্ঘি	—	লঙ্ঘন করে পার করা
নিশাকর	—	চাঁদ
শিংশপার	—	শিরীষ গাছ
ক্রন্দন	—	কাঁদা
কপি	—	বানর
অঙ্গুরী	—	আংটি

চেড়ী	—	রাক্ষসের অন্তঃপুরের নারী প্রহরী
পবন-নন্দন	—	বায়ুর পুত্র হনুমান
সুবেল	—	একটি পর্বতের নাম
নেউল	—	বেজি
লম্ফ	—	লাফ দেওয়া
অষ্টাঙ্গ	—	আটটি অঙ্গ
জনক-ঝিয়ারী	—	জনকরাজ'র কন্যা, সীতা
কোঙর	—	পুত্র
সেবক	—	সেবা করে যে

কবি পরিচয়

কৃত্তিবাস ওঝা — *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাস সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কবি। কবি মধুসূদন তাঁকে "এ বঙ্গের অলঙ্কার" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর রচিত রামায়ণ এক সময় বাঙালির ঘরে ঘরে শোভা পেত। এমন কি বিহারে অবাঙালি মহলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের কদর ছিল। কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার - ত্রিপদী ছন্দে মহাকবি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের মূল কাহিনীটিকে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। তাঁর রামায়ণকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলা যুক্তি সঙ্গত হবে। কবি বাঙালি জনসাধারণের মুখ চেয়ে পাঁচালীর ঢঙে মূল রামায়ণের আস্বাদ দেবার জন্য কোন কোন অংশে স্বাধীনতা নিয়েছেন। কোন কোন ইতিহাসকার মনে করেন মধ্যযুগীয় কোন কাব্যকে যদি জাতীয় কাব্য বলতে হয় তবে সে কৃতিত্ব কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতকে দিতে হয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনের উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে ১৮০২ - ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের কয়েক খন্ড মুদ্রিত হয়। পরে যত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে, তার সবই শ্রীরামপুরের সংস্করণের অনুসরণ করে হয়েছে। মূল রামায়ণের ক্ষত্রিয়বীর রামচরিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছেন, ক্ষত্রিয়বধূ সীতা হয়েছেন সর্বসংসহা বাঙালি কুলবধূ, হনুমানের রঙ্গরস, প্রভৃতিও বাঙালি রুচির অনুরূপ হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে 'আত্ম পরিচয়' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা আছে, তাতে তাঁর বংশ পরিচয় সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে। সেই আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা (উপাধ্যায়) পূর্ববঙ্গ নিবাসী ছিলেন। কিন্তু সে দেশে অরাজকতা দেখা দিলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বংশধর মুরারি ওঝা, তাঁর পুত্র বনমালী, তাঁর পুত্র কবি কৃত্তিবাস। এঁরা মুখোপাধ্যায় উপাধি যুক্ত হলেও ওঝা উপাধিতেই অধিক পরিচিত*

ছিলেন । কবিরা ছয় ভাই একবোন । "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাসে" অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষদিনে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে কবির জন্ম হয় । কিন্তু সেই দিনটি কোন শকাব্দ তার সম্পর্কে কবি কিছু বলেন নি । গৌড়েশ্বর কবির প্রতিভার পরিচয় পেয়ে প্রশংসা করেন এবং তাকে অর্থ দান করতে চান । কিন্তু নির্লোভ কবি সবিনয়ে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন । রাজ স্বীকৃতি পেয়ে তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । এরপর উৎসাহিত হয়ে রামায়ণ রচনা করেন ।

কাব্য পরিচয়

মহাকবি বাল্মীকি সংস্কৃতে রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন । পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাস তার বাংলা ভাবানুবাদ করেন । আলোচ্য কবিতাটি তারই অংশ বিশেষ । কবিতাটি যে ছন্দে লেখা তাকে পয়ার ছন্দ বলা হয় । রামচন্দ্রের অনুচর হনুমান লঙ্কাপুরীতে সীতার খোঁজ করতে করতে অবশেষে অশোক কাননে প্রবেশ করে বন্দিনী সীতাকে দেখতে পেলেন । তিনি সীতাকে আত্মপরিচয় দিলে সীতা তাঁর কাছে কোন প্রামান্য নিদর্শন দেখতে চাইলেন । হনুমান তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তার হাতে রামচন্দ্রের দেওয়া একটি আংটি দিলেন ।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তরটি লেখো

1. 'অঙ্গুরী সংবাদ' কবিতাটি কার লেখা ?

(ক) কাশীরাম দাস (খ) কৃত্তিবাস ওঝা

(গ) ভারতচন্দ্র রায় (ঘ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

2. 'অঙ্গুরী সংবাদ' কবিতাটি কোন মহাকাব্যের একটি অংশ ?

(ক) রামায়ণ (খ) মহাভারত

(গ) ইলিয়াড (ঘ) ওডিসি

3. হনুমান কার পুত্র ?

(ক) পর্বত (খ) সিন্ধু

(গ) পবন (ঘ) পরশুরাম

4. সীতার মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য হনুমান নিজের মনে কার কাহিনী বলতে লাগলো ?

(ক) সীতা কাহিনী (খ) শ্রীরাম কাহিনী

(গ) রাবণ কাহিনী (ঘ) লক্ষ্মণ কাহিনী

5. হনুমান নিজেকে কার ভৃত্য বলেছে ?

(ক) রামের (খ) সীতার

(গ) রাবণের (ঘ) দশরথের

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. পবন নন্দন কাকে বলা হয় ?
7. হনুমান লংকায় কেন গিয়েছিল ?
8. লংকায় হনুমান সীতাকে কোথায় খুঁজে পেলেন ?
9. জনক ঝিয়ারী কাকে বলা হয়েছে ?
10. ত্রিজটা কে ?

সংক্ষেপে লেখো

11. পবনপুত্র হনুমান কি কারণে লংকায় প্রবেশ করতে দ্বিধাবোধ করছিল ?
12. লংকায় প্রবেশের জন্য হনুমান কি উপায় অবলম্বন করলো ?
13. অশোক কাননে সীতাকে কি অবস্থায় মধ্যে হনুমান দেখতে পান ?
14. সীতা কি করে হনুমানকে রামের দূত বলে চিনলেন ?
15. সীতার আর এক নাম জানকী কেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

16. 'সীতা আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ' – এ কথার মধ্যে দিয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?
17. হনুমান লংকায় সীতাকে কি ভাবে খুঁজে বের করলো ?
18. হনুমান নিজের পরিচয় সীতাকে কিভাবে দিল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো

দূত, দ্যুত করি, করী কমল, কোমল

দ্যুতি, দূতী সাদ প্রাসাদ লক্ষ্মণ, লক্ষণ

2. নিচের প্রবাদ বাক্যগুলির সঠিক অর্থ বুঝিয়ে বাক্য রচনা করো

বামন হয়ে চাঁদে হাত

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

ঠক বাছতে গাঁ উজাড়

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

রাখে কৃষ্ণ মারে কে

3. নিচের শব্দগুলি এক কথায় লেখো

জনকের পুত্রী,	স্বয়ং পতি বরণ করে যে কন্যা
দুইবার জন্ম যার,	যে দ্বার রক্ষার জন্য নিযুক্ত,
দুই রথীর যুদ্ধ,	অরিকে দমন করে যে ।

4. প্রবেশিব, সমাধিব, করিবেক, নেহালে, উঠিলেক, লোটায়ে, সম্ভাষিব, কহিব প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ করে কবিতায় ব্যবহৃত হয় । গদ্যে এই শব্দগুলির যে রূপ আমরা পাই তা লেখো ।